জাহান্নাম সিরিজ-৫

জাহান্নাম جهنم পর্ব -২

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ জাহান্নাম সিরিজ-৫

জাহান্নাম পর্ব -২ جهنم

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইবরাহিম

১) পরবর্তীতে তার জন্যে রয়েছে জাহান্নাম এবং তাকে পান করানো হবে গলিত পুঁজের পানি।

সুরা ১৪ ইবরাহিম, আয়াতঃ ১৫, ১৬

وَاسْتَفْتَحُوا۟ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾

তারা বিজয় কামনা করলো এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থকাম হলো।

مِّن وَرَآئِهِۦ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾

তাদের প্রত্যেকের জন্যে পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে পান করেনো হবে গলিত পুঁজ।

২) জাহান্নামে, আর সেখানেই তারা প্রবেশ করবে। সেটা কত যে নিকৃষ্ট আবাস!

সুরা ১৪ ইবরাহিম, আয়াতঃ ২৯

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

জাহান্নামে, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে কত নিকৃষ্ট এই আবাস স্থল।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হিজর

৩) অবশ্যই তাদের সবার প্রতিশ্রুত স্থান হলো জাহান্নাম। তার আছে সাতটি দরজা।

সুরা ১৫ আল হিজর, আয়াতঃ ৪৩,৪৪

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

অবশ্যই তাদের সবার প্রতিশ্রুত স্থান হলো জাহান্নাম।

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۖ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

ওর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্যে তাদের মধ্য থেকে একটি অংশকে নির্দিষ্ট করা হবে

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নাহল

৪) এখন জাহান্নামের দরজাগুলি দিয়ে দাখিল হয়ে যাও সেখানে চিরকাল পড়ে থাকার জন্যে।

সুরা ১৬ আন নাহল, আয়াতঃ ২৯

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

সুতরাং তোমরা দ্বারগুলি দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, সেথায় স্থায়ী হবার জন্যে; দেখ অহংকারীদের আবাস স্থল কত নিকৃষ্ট।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা বনি ইসরাঈল

৫) আর আমি জাহান্নামকে তৈরী করেছি কাফিরদের জন্যে কারাগার হিসাবে।

সুরা ১৭ বনি ইসরাঈল, আয়াতঃ৮

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ

لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ﴿٨﴾

সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি দয়া করবেন; কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর; তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করবো; জাহান্নামকে আমি করেছি সত্য প্রত্যখ্যানকারীদের জন্যে কারাগার।

৬) যারা নগদ দুনিয়া পেতে চায়, আমি এখানেই তাদের যাকে চাই এবং যা চাই নগদ দিয়ে থাকি।পরে তাদের জন্যে নির্ধারণ করি জাহান্নাম।

সুরা ১৭ বনি ইসরাঈল, আয়াতঃ ১৮

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ

جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿١٨﴾

কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্যে জাহান্নাম নির্ধারিত করি, সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়।

৭) জাহান্নামই হবে তাদের সবার প্রতিদান এবং পরিপূর্ণ দন্ড।

সুরা ১৭ বনি ইসরাঈল, আয়াতঃ ৬৩

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾

আল্লাহ বললেন যাও; জাহান্নামই সম্যক শাস্তি এবং তাদের যারা তোমার অনুসরণ করবে।

৮) তাদের আবাস হবে জাহান্নাম।যখনই আগুন স্তিমিত হয়ে আসবে তখনই আবার আগুনের লেলিহান শিখা বাড়িয়ে দেয়া হবে।

সুরা ১৭ বনি ইসরাঈল, আয়াতঃ ৯৭

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ
مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّ
صُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿٩٧﴾

আল্লাহ যাদেরকে পথ নির্দেশ করেন তারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনোই তাকে ব্যতীত অন্য কাউকেও তাদের অভিভাবক পাবে না , কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করবো তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়; অন্ধ ,বোবা ও বধির করে; তাদের আবাস স্থল জাহান্নাম; যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তাদের জন্যে অগ্নি বৃদ্ধি করে দেবো।

৯) তোমার প্রভুর সাথে আর কাউকেও ইলাহ্ বানিয়ে নিয়ো না। বানালে তুমি নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

সুরা ১৭ বনি ইসরাঈল, আয়াতঃ৩৯

ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ

اِلٰـهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٣٩﴾

তোমার প্রতিপালক ওহীর দ্বারা তোমাকে যে হিকমত দান করেছেন এগুলি তার অন্তর্ভুক্ত; তুমি আল্লাহর সাথে কোন মা'বুদ স্থির করো না, করলে তুমি তিরস্কৃত ও আল্লাহর অনুগ্রহ হতে দূরীভূত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কাহাফ

১০) আর সেদিন আমি জাহান্নামকে সেইসব কাফিরদের জন্যে সামনে এনে হাজির করবো ..... আমি কাফিরদের জন্যে আতিথ্য হিসাবে প্রস্তুত করে রেখেছি জাহান্নাম।

সুরা ১৮ আল কাহাফ, আয়াতঃ ১০০, ১০১, ১০২

وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾

আর সেই দিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করবো কাফিরদের নিকট।

الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِىْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِىْ وَ كَانُوْا لَا

يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾

যাদের চোখের মধ্যে আমার জিকির থেকে আবরণ পড়ে গিয়েছিলো আর যারা শুনতেও অপারগ ছিল।

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّا
أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾

যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে(কাফির) তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে আমার অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।

১১) এরা প্রতিদান পাবে জাহান্নাম তাদের কুফরীর কারণে।

সুরা ১৮ আল কাহাফ, আয়াতঃ ১০৬

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾

জাহান্নামই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসুলদেরকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয়রূপে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মরিয়ম

১২) তোমার প্রভুর শপথ! আমি অবশ্যই তাদেরকে ও শয়তানদেরকে একত্রিত করবো, তারপর নতজানু করে জাহান্নামের চারদিকে হাজির করবোই।

সুরা ১৯ মরিয়ম, আয়াতঃ ৬৮

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ
جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের। আমি তো তাদেরকেও শয়তানদেরকে সমবেত করবই পরে আমি তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই।

১৩) আর অপরাধীদের পিপাসার্ত অবস্থায় তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে।

সুরা ১৯ মরিয়ম, আয়াতঃ ৮৬

وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾

এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা তোয়াহা

১৪) যে কেউ তার প্রভুর কাছে অপরাধী হিসাবে উপস্থিত হবে তার জন্যে নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম।

সুরা ২০ তোয়াহা, আয়াতঃ ৭৪

اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَ لَا يَحْيٰى ﴿٧٤﴾

যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্যে তো আছে জাহান্নাম, সেথায় সে মরবেও না, বাঁচবেও না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আম্বিয়া

১৫) তাদের কেউ যদি বলে, "আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন ইলাহ্" আমার কাছে তার দন্ড হলো জাহান্নাম।

সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ২৯

وَ مَنۡ يَّقُلۡ مِنۡهُمۡ اِنِّىۡۤ اِلٰهٌ مِّنۡ دُوۡنِهٖ فَذٰلِكَ نَجۡزِيۡهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجۡزِى الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۲۹﴾

তাদের মধ্যে যে বলবেঃ আমিই মা'বুদ তিনি(আল্লাহ) ব্যতীত, তাকে আমি প্রতিফল দিবো জাহান্নাম। এভাবেই আমি যালিমদেরকে বিনিময় দিয়ে থাকি।

১৬) হ্যাঁ , তোমরা নিজেরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করছো তারা সবাই হবে জাহান্নামের জ্বালানি।

সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ ৯৮

اِنَّكُمۡ وَ مَا تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ؕ اَنۡتُمۡ لَهَا وٰرِدُوۡنَ ﴿۹۸﴾

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মু'মিনুন

১৭)এবং হালকা হবে যাদের (নেকীর) পাল্লা.....তারা চিরকাল থাকবে জাহান্নামে।

সুরা ২৩ আল মু'মিনুন,আয়াতঃ১০৩

وَ مَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِيۡنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ خَسِرُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ فِىۡ جَهَنَّمَ خٰلِدُوۡنَ ﴿۱۰۳﴾

আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ফুরকান

১৮) তাদের উপুড় করে মুখের উপর ভর দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে সমবেত করা হবে।

সুরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ ৩৪

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ

اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٣٤﴾

যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে,তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

১৯) তারা দোয়া করে,আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে দূর করে দিও জাহান্নামের আযাব, কারণ তার আযাব তো সর্বগ্রাসী।

সুরা ২৫ আল ফুরকান, আয়াতঃ ৬৪, ৬৫

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾

এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا

كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

এবং তারা বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক!আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি দূরীভূত করুন; নিশ্চয়ই ওর শাস্তি তো আঁকড়ে থাকার জিনিস।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন কাবুত

২০) তারা তোমাকে দ্রুত আযাব এনে দিতে বলে। জাহান্নাম অবশ্যই কাফিরদের পরিবেষ্টন করবে।

সুরা ২৯ আন কাবুত, আয়াতঃ ৫৪

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾

তারা তোমার নিকট অবিলম্বে শাস্তি কামনা করছে, জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই।

২১) কাফিরদের আবাস কি জাহান্নাম নয়?

সুরা ২৯ আনকাবুত, আয়াতঃ৬৮

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ
أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তার নিকট হতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাস নয়?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আস সাজদা

২২) আমি অবশ্যই পরিপূর্ণ করবো জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ উভয়কে দিয়ে।

সুরা ৩২ আস সাজদা, আয়াতঃ ১৩

وَ لَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّیْ

لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِیْنَ ﴿۱۳﴾

আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম; কিন্তু আমার একথা অবশ্যই সত্যঃ আমি নিশ্চয়ই (ভ্রষ্টতার কারণে)জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ফাতির

২৩) আর যারা কুফরী করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নাম।

সুরা ৩৫ ফাতির, আয়াতঃ ৩৬

وَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا یُقْضٰى عَلَیْهِمْ فَیَمُوْتُوْا وَ لَا

یُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِیْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿۳۶﴾

কিন্তু যারা কুফরী করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে,তারা মরবে এবং তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ইয়াসীন

২৪) এ হলো সেই জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদের দেয়া হয়েছিলো।

সুরা ৩৬ ইয়াসীন, আয়াতঃ৬৩

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۶۳﴾

এটা সেই জাহান্নাম যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিলো।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমরা আমাদের ঈমানকে পাকা পোক্ত করে নেই, আ'মলে সালেহ করি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করি। আমাদের প্রভু আমাদের থেকে দূর করে দিও জাহান্নামের আযাব, কারণ তার আযাব তো সর্বগ্রাসী। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।